ইউনিট ৫

হাদীস-এর পরিচয়

ভূমিকা

ইসলামী জীবন দর্শনের মৌল ভিত্তি হচ্ছে আল-কুরআন ও আল-হাদীস। কুরআন জীবন বিধানের মৌলিক নীতিমালা উপস্থাপন করেছে আর হাদীস সেই মৌলনীতির আলোকে সেটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছে। তাই হাদীস হচ্ছে কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা, কুরআনের বাহক বিশ্বনবীর (স) পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ তথা তাঁর বাণী, কাজ, হেদায়াত ও উপদেশাবলির বিস্তৃত উপস্থাপনা। সুতরাং কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্ত ম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড আর হাদীস সে হৃৎপিণ্ডের সংযুক্ত ধমনী। অতএব ইসলামী জীবন-দর্শনে কুরআনের সাথে সাথেই এর অপরিসীম গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এ ইউনিটে হাদীসের পরিচয়, প্রকারভেদ, প্রধান হাদীস সংকলকদের জীবনী ও অবদান এবং হাদীস শাস্ত্রে ব্যবহৃত কতিপয় পরিভাষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে-

পাঠ-১ : হাদীসের পরিচয়, আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

পাঠ-২ : হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পাঠ-৩ : হাদীস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ও সংকলনের পটভূমি

পাঠ-৪ : হাদীস সংরক্ষণের ইতিহাস

পাঠ-৫ : কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য

পাঠ-৬ : হাদীসের প্রকারভেদ

পাঠ-৭ : হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা

পাঠ-৮ : ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)

পাঠ-৯ : ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী (র)

পাঠ-১০ : ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র)

হাদীস-এর পরিচয়, আলোচ্য বিষয়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- হাদীসের পরিচয় বলতে পারবেন;
- হাদীসের আলোচ্য বিষয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাদীসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারবেন।

১.১ হাদীসের পরিচয়

'হাদীস' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- কথা ও বাণী। ইসলামী পরিভাষায় নবী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স) সামগ্রিক জীবনে যা বলেছেন, করেছেন, অনুমোদন দিয়েছেন এবং সাহাবীদের যে সমস্ত কাজ ও কথার প্রতি সমর্থন ও সম্মতি দান করেছেন, তার সবগুলোই হাদীস। অনুরূপভাবে সাহাবা ও তাবেঈদের কথা, কাজ এবং সমর্থনও হাদীস হিসেবে পরিগণিত। হাদীসের বিষয়ে আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল জ্ঞানের মধ্যে সর্বাধিক উন্নত ও তথ্য সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে হাদীস।" হাদীসকে সুন্নাহও বলা হয়। তবে সুন্নাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে রীতিনীতি, প্রথা ও নিয়ম।

রাসূলে কারীম (স)-এর হাদীসও এক প্রকার অহী। কেননা মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ বলেছেন, অহী দু'প্রকার- (১) প্রকাশ্য ও পঠিত অহীঞএবং (২) অপ্রকাশ্য বা গোপন তথা অপঠিত অহী। কুরআন হল প্রকাশ্য ও পঠিত আল্লাহর বাণী এবং হাদীস হল গোপন ও অপঠিত ইলাহী নির্দেশ। রাসূলুল্লাহ (স) কখনও শরীআত ও ইসলাম সম্পর্কীয় কোন কথা নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বা মনগড়া বলেননি। আল্লাহর হুকুম ছাড়া যে তিনি কোন কথা বলেননি আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তার সাক্ষ্য দিচ্ছেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى

"এবং সে মনগড়া কথা বলে না। এতো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা আন-নজম : ৩-৪)

আর প্রকাশ্য অহী ছাড়া অন্য যে সমস্ত কথা তিনি সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে পেয়েছেন সেগুলোকে হাদীসে কুদসী বলা হয়।

সারকথা হল, পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (স), সাহাবা, তাবিঈ এবং তাবি-তাবিঈনের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে হাদীস বলা হয়। কিন্তু শরীআতে এর আলাদা মর্যাদা আছে। মহানবী (স)-এর কথা, কাজ সমর্থনকেই হাদীস বলা হয়। আর সাহাবাগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় আছার এবং তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈনের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় ফাতাওয়া।

১.২ হাদীস ও সুন্নাহ

আভিধানিক অর্থে হাদীস ও সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ইসলামী শরীআতে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইসলামী শরীআতে হাদীস দ্বারা যা বুঝানো হয়, সুন্নাহ দ্বারা ঠিক তাই বুঝানো হয়ে থাকে। তবে কেউ কেউ বলেন, হাদীস ও সুন্নাহর মধ্যে আভিধানিক অর্থের ন্যায় ব্যবহারিক অর্থেও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তাঁরা বলেন, হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত সব রকমের বর্ণনায় যেমন, খবরে আহাদ, খবরে মাশহুর, খবরে মুতাওয়াতির ইত্যাদি সবই হাদীস, কিন্তু এগুলোর মধ্যে কেবল খবরে মুতাওয়াতিরই হল সুন্নাহ, অন্যগুলো সুন্নাহ নয়।

১.৩ হাদীসের আলোচ্য বিষয়

হযরত মুহাম্মদ (স) জীবন সায়াহ্নে এসে বিদায় হাজ্জের বিশাল জনতাকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা দেন–

"আমি তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হল আল্লাহর কিতাব- আল কুরআন এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ বা জীবনাদর্শ।"

এ হাদীস মহানবীর (স) ইনতিকালের পর সাহাবীগণ ও পরবর্তী মুসলিম উম্মাহ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে রাখেন। রাসূলুল্লাহর (স) জীবনাদর্শের লিপিবদ্ধ রূপ ইসলামী বিশ্বে হাদীস বা সুন্নাহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

হাদীসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (স) জীবন ও কর্ম, তাঁর কথা, কাজ এবং সম্মতিমূলক কথা-কাজ-আচরণ তাঁর সামগ্রিক জীবন ও জীবনাদর্শ-ই হচ্ছে হাদীসের আলোচ্য বিষয়। ইলমে হাদীসের বিশেষজ্ঞগণ একমত হয়ে লিখেছেন– "ইলমে হাদীসের বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় হল রাসূলে কারীম (স)-এর মহান সত্তা এ হিসেবে যে, তিনি আল্লাহর রাসূল।"

অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরামের কথা-কাজ ও অনুমোদনমূলক কথা এবং কাজের বিবরণও হাদীসের আলোচ্য বিষয়। তেমনিভাবে তাবিঈনের কথা, কাজ ও তাঁদের অনুমোদনমূলক কথা ও কাজের বিবরণও আলোচ্য বিষয়। শরীআতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে কুরআন মাজীদের পরেই হাদীসের স্থান। আর এ হাদীস কুরআনেরই ব্যাখ্যা ও রূপায়ণ।

১.৪ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামের উপর চলার জন্য হাদীসের জ্ঞান অপরিহার্য। কেননা রাসূলের আনুগত্যের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য, কর্ম, অবস্থাদি ও মৌন সম্মতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন একান্তই আবশ্যক। ইসলামী শরীআতের বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকাম সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানার্জন রাসূলের হাদীসের মাধ্যমেই সম্ভব। আর হাদীসের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তা বিশ্বাস ও সে অনুযায়ী আমল এবং জীবনে বাস্তবায়ন মানব জীবনের মুক্তির জন্য একান্ত অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.১

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন-

১. হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–
   ক. কথা ও বাণী — খ. কাজ ও কথা
   গ. সংবাদ ও বাণী — ঘ. সুন্নাহ

২. সুন্নাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ–
   ক. কথা ও বাণী — খ. কাজ ও কথা
   গ. রীতি-নীতি ও প্রথা — ঘ. একটিও না

৩. অহী দু'প্রকার, যথা–
   ক. পঠিত ও অপঠিত — খ. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য
   গ. মাত্লু ও গাইরে মাত্লু — ঘ. সবগুলোই ঠিক

৪. রাসূলুল্লাহ (স) শরীআতের ব্যাপারে–
   ক. নিজে কোন কথা বানিয়ে বলেননি — খ. নিজেই বিধান দিতেন
   গ. হাদীসের বাণী থেকে বলতেন — ঘ. সবগুলো সত্যি

৫. হাদীস ও সুন্নাহর মধ্যে–
   ক. পার্থক্য আছে — খ. কোন পার্থক্য নেই
   গ. কিছু পার্থক্য আছে — ঘ. অনেক পার্থক্য বিদ্যমান

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হাদীসের পরিচয় লিখুন।
২. হাদীস ও সুন্নাহ কাকে বলে?
৩. হাদীসের আলোচ্য বিষয় বর্ণনা করুন।
৪. হাদীসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিখুন।

হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- হাদীসের বিধানগত গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে হাদীসের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.১ হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

হাদীস ইসলামী বিধি-বিধান ও শরীআতের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মাজীদের পরই হাদীসের স্থান। এটা একাধারে রাসূলে করীম (স)-এর জীবনালেখ্য ও কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই ইসলামী শরীআতে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে যে সমস্ত হুকুম-আহকাম অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সালাত ও যাকাতের কথা বলা যেতে পারে। কুরআনে শুধু বলা হয়েছে– "সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও।" কিন্তু কিভাবে সালাত কায়েম করতে হবে এবং কিভাবে যাকাত দিতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে নেই। মহানবী (স) তাঁর হাদীসে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। হাদীস ও সুন্নাহর মাধ্যমেই আমরা এ সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারি। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য হাদীস শিক্ষা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

২.২ দৈনন্দিন জীবন

মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়া এবং ইসলাম সম্পর্কিত যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্যই হাদীস অপরিহার্য। উম্মতে মুহাম্মদীর দৈনন্দিন চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সকল কাজেই হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি অবস্থায় হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিচার-আচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি-চুক্তি, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকর্মের প্রত্যেকটি বিষয় সম্পাদনের জন্য হাদীসের প্রয়োজন। হাদীসকে অস্বীকার করার অর্থ হল ইসলামকেই অস্বীকার করা। কেননা আল্লাহ ঘোষণা করেছেন- "হে মানবজাতি! রাসূল (স) তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর : ৭)

তাই হাদীসের বিধানগত গুরুত্ব হচ্ছে- তা নিজে শরীআতের বিধান নির্ধারণ ও নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রবর্তন করে।

২.৩ অনুসরণীয় আদর্শ

ইসলামী শরীআতের নিরিখে মহানবীর (স) আদেশ-নিষেধ, তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড, কথা-বার্তা-তথা গোটা জীবনই উম্মাহর জন্য একান্ত অনুসরণীয় এক মহান আদর্শ। আল্লাহ বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"রাসূলের জীবনে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব : ২১)

রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যও তাই। মহান আল্লাহ বলেন–"রাসূলকে অনুসরণের জন্যই প্রেরণ করেছি।" (সূরা নিসা : ৬৪)

"বলুন, অনুসরণ কর আল্লাহ ও রাসূলের।" (আলে ইমরান : ৩১)

সুতরাং রাসূলের আনুগত্যের জন্য তাঁর সামগ্রিক জীবন তথা হাদীসের প্রামাণ্য দলিল অনুসরণ করা ঈমানদার হওয়ার জন্য একান্তই অপরিহার্য।

২.৪ কুরআন বুঝার জন্য হাদীসের গুরুত্ব

হাদীসের ব্যাখ্যা ব্যতীত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিধি-বিধান সঠিক ও যথাযথভাবে বুঝা কোন মতেই সম্ভব নয়। কেননা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অনেকটা সাংকেতিক ও রূপক ভাষায় বর্ণিত। সুতরাং একে সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের প্রিয়নবী (স) কুরআনের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা অবশ্যই জানতে হবে। কারণ রাসূলে পাক (স)-এর সমস্ত জীবনই অর্থাৎ তাঁর সুন্নাহ ছিল কুরআনের ব্যাখ্যা। একদা হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর নিকট কিছু লোক এসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আয়িশা (রা) তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি কুরআন পড় না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুরআনই হল তাঁর চরিত্র।"

অতএব হাদীস ছাড়া রাসূল (স) কে জানা, বুঝা ও অনুসরণের কোন উপায় নেই। সুতরাং রাসূলের অনুকরণ ও অনুসরণের জন্যও হাদীসের একান্ত প্রয়োজন।

২.৫ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব

হাদীস ইসলামী ইতিহাসের প্রামাণ্য উৎস। হাদীস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ দ্বারা ইতিহাস চেতনার উন্মেষ ঘটায়। হাদীস বর্ণনাকারী অগণিত ব্যক্তির জীবন, কর্মতৎপরতা ও চরিত্র উদঘাটন করতে গিয়ে বিপুলায়তন নব তথ্যের ভিত্তিতে ইসলামের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। হাদীসের মাধ্যমে সমকালীন আরবসহ সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতি ও জীবন যাত্রার তথ্য মিলে। এ ছাড়াও পৃথিবীর আদি ইতিহাসের অনেক নির্ভুল-সঠিক তথ্যও এর মাধ্যমে পাওয়া যায়।

২.৬ হাদীস জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস

হাদীস কেবল মহানবীর (স) জীবন ও উপদেশের সংকলনই নয় বরং এটা তাঁর সকল কর্মতৎপরতার পূর্ণাঙ্গ দলিল। ধর্ম, যুদ্ধ, শান্তি, বৈদেশিক নীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি সবই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা তুলে ধরে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) লিখেন–

"ইলমে হাদীস সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক উন্নত, উত্তম এবং দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তি। হাদীস সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও তাঁর সাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থন বিধৌত। বস্তুত হাদীস অন্ধকারে আলোক স্তম্ভ যেন সর্বদিক উজ্জ্বলকারী পূর্ণশশী। যে এর অনুসারী হবে, একে আয়ত্ত করবে, সে সুপথ প্রাপ্ত হবে; সে লাভ করবে বিপুলায়তন কল্যাণের ফলগুধারা।" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা : ১ম খণ্ড, পৃ. ১)

সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ন্যায় মহানবীর হাদীসেরও অপরিসীম গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ গুরুত্ব ও প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করে হাদীস শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.২

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন-

১. ইসলামী বিধি-বিধান ও শরীআতের দ্বিতীয় উৎস কি?
২. "হাদীস রাসূলের (স) জীবনালেখ্য" আলোচনা করুন।
৩. হাদীসকে অস্বীকার করার অর্থ কি?
৪. কার জীবনে রয়েছে আমাদের উত্তম আদর্শ?
৫. সত্যিকার মুমিন হতে হলে কোন প্রামাণ্য দলিল অনুসরণ করতে হবে?
৬. "কুরআনই হল তাঁর চরিত্র"। তিনি কে?
৭. ইসলামের ইতিহাসের প্রামাণ্য উৎস কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. দৈনন্দিন জীবনে হাদীসের গুরুত্ব লিখুন।
২. অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।
৩. কুরআন মাজীদের বিধি-বিধান যথাযথভাবে বুঝার জন্য হাদীসের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?
৪. ঐতিহাসিক দলিল ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৩ হাদীস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ও সংকলনের পটভূমি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- হাদীস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাদীস সংকলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.১ হাদীস সংগ্রহ

মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সমগ্র হাদীস পুস্তকাকারে সংকলিত হয়নি এবং এর প্রয়োজনও ছিল না। কেননা তখন উদ্ভূত যে কোন সমস্যার তিনিই সরাসরি সমাধান দিতেন। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর নব উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাধানের জন্য হাদীস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ঐতিহাসিক ও বাস্তবতার নিরিখে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবীর (স) ইন্তিকালের পর ইসলাম হয়ে ওঠে দিগন্ত বিস্তারী। মরু আরবের চৌহদ্দি পেরিয়ে তা সাম্য ও শান্তি জ্যোতির বিচ্ছূরণ ঘটায় দেশ হতে দেশান্তরে, এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে। দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী শাসন। উদ্ভূত এ অবস্থার নিরসনকল্পে বিশুদ্ধ হাদীস সংগ্রহ, সংকলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

মহানবীর (স) ইন্তিকালের পর ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে সাথে তাঁর সাহাবীগণ বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন ও বসতি স্থাপন করেন। ফলে এক এলাকায় বসবাসরত স্মৃতিতে রক্ষিত হাদীস সম্পর্কে অবহিত হওয়া বর্ণনাকারীর কষ্টসাধ্য। কাজেই সকল হাদীস সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের সব জায়গার লোকদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভে হাদীস সংগ্রহ, সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজন : ইসলামী হুকুমাত সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও বিচার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআনের পরই হাদীসের নির্দেশাবলীর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দেয়।

কুরআনের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য : মহানবীর (স) অবর্তমানে কুরআনের কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া সাহাবীদের শাহাদাতবরণ ও তিরোধানে হাদীস অবলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দেয়। অধিকন্তু এভাবে স্মৃতিপটে হাদীস রক্ষিত হয়ে থাকলে সেগুলোর বিলুপ্তি এবং বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

উপরিউক্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় খ্যাতনামা রাবী ও মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের নিরলস প্রয়াস চালান এবং চিরদিনের জন্য হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৩.২ হাদীস সংকলনের পটভূমি

সাহাবায়ে কিরামের যুগের শেষের দিকে- খারেজী, রাফেজী, মুতাযিলা ও বিদআতী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলে তারা অনেকেই মহানবীর হাদীসে পরিবর্তন এনে হাদীস বর্ণনা শুরু করে। এহেন যুগ সন্ধিক্ষণে হাদীসের সত্যাসত্য নির্বাচন একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে। এ সময়ও বেশ কিছু সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাঁদের থেকেই সঠিক হাদীস সংকলন শুরু হয়।

প্রথম হাদীস সংকলনকারী কে? সর্বপ্রথম হাদীসশাস্ত্র সংকলন করার মহৎ কাজে কে ব্রতী হয়েছেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা দুঃসাধ্য। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ উপস্থাপন করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) সর্বপ্রথম হাদীস শাস্ত্র সংকলন করার ব্যাপারে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু করেন। এ সময় অনেক সাহাবীই হাদীস সংকলনে নিজ নিজ শক্তি ব্যয় করেন। তাঁদের প্রচেষ্টার এ গতি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের সময়কাল

পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অতঃপর তিনি মদীনার কাজী আমর ইবনে হাজমকে হাদীস সংকলনের নির্দেশ প্রদান করেন।

এ ছাড়াও সাধারণ রাষ্ট্রসমূহে তিনি মুহাদ্দিস, উলামায়ে কিরামসহ সকল সুধী মহলে সঠিক হাদীস সংকলনের নির্দেশ দেন। এ সময় থেকেই প্রধানত হাদীস লিখন শুরু হয়। এদিক থেকে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযকে প্রথম সংকলনকারী না বললেও প্রথম বাস্তব নির্দেশ প্রদানকারী ও হাদীস সংকলনের যথার্থ সাহায্যকারী বলা যায়। আর ইবনে শিহাব যুহরীই হলেন হাদীস সংকলনের প্রথম রূপকার।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের ইন্তিকালের পরে হাদীস সংকলনের কাজ আরো বেগবান হয়।

ইমাম মালিক রচনা করেন 'মুয়াত্তা'। তাছাড়া, আবু আমর (সিরিয়ায়), আওযাঈ (সিরিয়ায়), সুফিয়ান সাওরী (কুফায়), আবু সালামা (বসরায়) হাদীস সংকলন করেন।

হাদীস সংকলনের এ দুর্নিবার অভিযান দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সংকলিত হয় মহানবীর হাদীসের অমর বাণী যা আমাদের বিধানকে ইসলামী মূল্যবোধের স্বর্গীয় ছাঁচে গড়ে তুলতে অতুলনীয় মাধ্যম।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.৩

মিল করুন

১. মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় হাদীস	হাদীস সংগ্রহ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।
২. মহানবীর (স) ইনতিকালের পর ইসলাম হয়ে উঠে	খারেজী, রাফেজী, মুতাযিলা ও বিদআতপন্থী বিভিন্ন
৩. শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনমত কুরআনের ব্যাখ্যায় মত পার্থক্যের কারণে	সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।
৪. সাহাবায়ে কিরামের যুগের শেষের দিকে	হযরত ইবনে শিহাব যুহরী।
৫. প্রথম হাদীস সংকলনকারী বা বাস্তব নির্দেশ প্রদানকারী হলেন-	দিগন্তবিস্তারী।
৬. হাদীস সংকলনের প্রথম রূপকার হলেন-	উমাইয়া খলিফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয।
	পুস্তিকাকারে সংকলিত হয়নি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হাদীস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

২. হাদীস সংকলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।

৩. প্রথম হাদীস সংকলনকারী কে? কেন হাদীস সংকলন করতে হয়েছে?

পাঠ ৪ হাদীস সংরক্ষণের ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- হাদীস সংকলনের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাদীস সংরক্ষণের উপায় বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন যুগে হাদীস সংরক্ষণের পদ্ধতি বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন যুগে হাদীস সংরক্ষণের ইতিবৃত্ত তুলে ধরতে পারবেন।

৪.১ হাদীস সংরক্ষণ

ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য এক চিরন্তন জীবন ব্যবস্থা। এর প্রধান ভিত্তি কুরআন মাজীদ, যার হিফাযতকারী স্বয়ং আল্লাহ। আর এর সাথে সাথে নবী করীম (স) ও সাহাবীগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে তা পূর্ণ হিফাযত করে রাখেন। তেমনিভাবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি মহানবীর (স) হাদীসকেও তাঁর সাহাবা, তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈন এবং পরবর্তী উম্মতগণ হিফাযত করে রেখেছেন।

৪.২ হাদীস সংরক্ষণের উপায়

মুসলিম উম্মাহ হাদীস হিফাযতের জন্য প্রধানত চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন :

১. হাদীস শিক্ষাকরণ ও মুখস্থকরণ; ২. হাদীসের লিখন; ৩. হাদীসের শিক্ষাদান ও ৪. হাদীসের আমল বা জীবনে বাস্তবায়ন।

৪.৩ বিভিন্ন যুগে হাদীস সংরক্ষণ

হাদীস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংকলনের ক্রমবিকাশের চারটি যুগ বিভাগ দেখা যায়–

প্রথম যুগ: রাসূলের (স) নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত। [মোট ১১২ বছর]

এ যুগের হাদীসের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের কাজ চলছিল বিশেষভাবে চারটি উপায়ে–

ক. মুখস্থকরণ (মৌখিকভাবে);

খ. হাদীসের পঠন ও ব্যাপক শিক্ষাদান;

গ. হাদীসের বাস্তব আমল এবং

ঘ. অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে।

তবে এ সময়ও বিচ্ছিন্নভাবে হাদীসের বহু লিখিত সম্পদ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় যুগ : (হিজরী ১০০-২০০ পর্যন্ত) ১০০ (একশত) বছর। এ যুগ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম হতে তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত।

এটা তাবিঈন, তাবি-তাবিঈন-এর যুগ। এ যুগেও হাদীস মুখস্থকরণ, ব্যাপক চর্চা ও সংকলনের বিকাশ শুরু হয় এবং হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ও সংরক্ষণের সর্বোত্তম ধারাটি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। হাদীস লিখনের ব্যাপারে উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) এক সরকারি ফরমান জারি করেন। এ ফরমানের ফলে হাদীস সংগ্রহ-সংকলনের যে প্রবাহ তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠেছিল। কয়েক শতাব্দীকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

এ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই হাদীসের অসংখ্য সংকলন তৈরি হয়ে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে হাদীসের ব্যাপক চর্চা অনুশীলন ও শিক্ষা দান চলছিল। এ সময়ে অসংখ্য হাফিয-ই-হাদীস জীবিত ছিলেন। তবে এ যুগের তিনজন বিশিষ্ট হাদীসের ইমাম বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিলেন–

১. ইমাম মালিক (র) ও তাঁর মুআত্তা গ্রন্থ; ২. ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁর কিতাবুল মুসনাদ ও

৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ও তাঁর মুসনাদ।

তাছাড়াও ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিকের ছাত্রগণ হাদীসের বিপুল জ্ঞানসম্ভার বক্ষে ধারণ করে সমগ্র মুসলিম জাহানের কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আর এর প্রচার ও শিক্ষাদানের ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

তৃতীয় যুগ : হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীস চর্চা

হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগ : এটা হচ্ছে হাদীস সংকলন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের চরম উন্নতি ও পরিপূর্ণতার যুগ। এ যুগে এমন সকল হাফিয-ই-হাদীসের জন্ম হয়, যাঁদের নজীর দুনিয়া খুব কমই দেখেছে। এ যুগে হাদীস একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর এক একটি শাখা এবং বিভাগ সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়।

এ শতাব্দীর মুহাদ্দিস ও হাদীস বর্ণনাকারীগণ হাদীসের অনুসন্ধানে জলে-স্থলে পরিভ্রমণ করেন। মুসলিম জাহানের প্রতিটি কেন্দ্রে এবং প্রতিটি অঞ্চলে হাদীসের খোঁজে তন্ন তন্ন করে বেড়িয়েছেন।

পূর্ণ সনদসম্পন্ন হাদীসসমূহ স্বতন্ত্রভাবে সজ্জিত ও বিন্যাস করেন। সনদ ও বর্ণনা সূত্রের ধারাবাহিকতা এবং এর বিশুদ্ধতার উপর পূর্ণ মাত্রায় গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রয়োজনে আসমাউর রিজাল বা (চরিত বিজ্ঞান) সংকলিত ও বিরচিত হয়। ফলে হাদীস যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ছাঁটাই ও সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের সূক্ষ্ম তত্ত্ব তথা علم الجرح والتعديل এবং تنقيد الحديث এক একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে গড়ে ওঠে। সিহাহ সিত্তাহও এ শতকেই সংকলিত হয়।

চতুর্থ যুগ : হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে হাদীস চর্চা

তারপর এলো চতুর্থ যুগ। এ যুগ ছিল বিন্যাস, অলংকরণ, সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যুগ। এ চতুর্থ শতকের ইলমে হাদীস পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। তৃতীয় শতকে ইলমে হাদীসের যে চর্চা ও উন্নয়ন সাধিত হয়, তা অতীত সকল কাজকে অতিক্রম করে যায়। তৃতীয় শতকেই হাদীসের সনদকারীদের ইতিহাস, জীবন-চরিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই হয়, সর্বতোভাবে ইলমে হাদীস এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে ওঠে।

আর এ চতুর্থ শতকে পূর্বের শতকের কাজ-কর্মেরই জের চলতে থাকে। তবে হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নে এ শতকে স্বতন্ত্র ভাবে কিছু কাজও সম্পাদিত হয়েছে।

এভাবে হাদীস শাস্ত্র পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গভাবে সংকলিত ও সম্পাদিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.৪

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন–

১. বিশ্বমানবের জন্য চিরন্তন জীবন ব্যবস্থা কি?
২. হাদীস হিফাযতের পদ্ধতিগুলো কি কি?
৩. হাদীস সংকলনের প্রথম যুগের ব্যাপ্তিকাল কত?
৪. হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় যুগের ব্যাপ্তিকাল উল্লেখ করুন।
৫. হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগ কোনটি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন :

১. হাদীস সংরক্ষণের উপায় ও পদ্ধতি লিখুন।
২. প্রথম শতাব্দীর হাদীস সংরক্ষণের ইতিবৃত্ত লিখুন।
৩. হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় যুগ সম্পর্কে টীকা লিখুন।
৪. হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগ কোনটি? এ যুগের বিবরণ দিন।
৫. হাদীস চর্চার চতুর্থ যুগ সম্পর্কে লিখুন।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- কুরআন ও হাদীসের পার্থক্য বলতে পারবেন;
- কুরআন ও হাদীসে কুদসীর পার্থক্য বলতে পারবেন।

৫.১ কুরআন ও হাদীসের পার্থক্য

কুরআন ও হাদীস ইসলামী জীবন বিধানের মৌল উৎস। অবশ্য কুরআন মাজীদ ইসলামী শরীআতের প্রথম ও প্রধান উৎস। ইসলামের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এ দুটোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এ দুটো একই উৎস থেকে উৎসারিত। তবে কুরআন মাজীদ স্বয়ং আল্লাহ পাকের ভাব-ভাষা মর্ম সম্বলিত; আর হাদীস আল্লাহর পরোক্ষ ইঙ্গিত যা রাসূলের ভাষায় প্রকাশিত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যসমূহ হচ্ছে–

কুরআন :

১. কুরআন মাজীদ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ অহী।
২. কুরআন হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে।
৩. কুরআনের শব্দাবলি ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর নিজের।
৪. কুরআনকে বলা হয় "অহীয়ে মাতলু" বা পঠিতব্য প্রত্যাদেশ।
৫. নামাযে কুরআন পাঠ করা ফরয।
৬. কুরআনের সবকিছুই মুতাওয়াতির বা সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত।
৭. কুরআন শরীআতের অকাট্য দলিল।
৮. কুরআনে রাসূলের কোন কিছুই সংযোজন নেই এবং বিয়োজনও নেই।
৯. কুরআনের যে কোন বিষয় অস্বীকার করলে কাফির হয়।
১০.অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ।
১১. কুরআন রাসূলের এক চিরন্তন মুজিযা।
১২. কুরআন ইসলামী শরীআতের প্রধান ভিত্তি।

হাদীস :

১. হাদীস আল্লাহর পক্ষ থেকে পরোক্ষ অহী।
২. হাদীস অপ্রকাশ্য অহী এবং মহানবী (স)-এর বাণী।
৩. হাদীসের শব্দাবলি রাসূলের নিজস্ব।
৪. হাদীসকে বলা হয় "অহীয়ে গায়রে মাতলু" বা অপঠিতব্য প্রত্যাদেশ।
৫. নামাযে হাদীস পাঠ করা যায় না।
৬. হাদীস একক ব্যক্তির থেকেও বর্ণিত হয়েছে।
৭. হাদীস কুরআনের মত ততটা অকাট্য দলিল নয়।
৮. বিনা উযুতে হাদীস স্পর্শ করা যায়।
৯. হাদীস মুজিযা নয়।
১০. হাদীস ইসলামী শরীআতের দ্বিতীয় ভিত্তি।

মূলত কুরআন- কুরআনই। কুরআন কখনো হাদীস নয়। শরীআতের দৃষ্টিতে কুরআন ও হাদীসের পার্থক্য সুস্পষ্ট। মর্যাদা ও মূল্যমানের দিক থেকে হাদীসের স্থান দ্বিতীয় এবং আল-কুরআন প্রথম।

৫.২ কুরআন ও হাদীসে কুদ্‌সী

মোল্লা আলী কারী হাদীসে কুদ্‌সীর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন- "হাদীসে কুদসী সেসব হাদীসকে বলা হয়- যার বর্ণনাধারা পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল, পরম নির্ভরযোগ্য। হযরত মুহাম্মদ (স) কখনও জিবরাঈলের মাধ্যমে জেনে আবার কখনো সরাসরি অহী কিংবা ইলহাম বা স্বপ্নযোগে জেনে নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।"

আল্লামা আবুল বাকা বলেন-" কুরআনের শব্দ, ভাষা, অর্থ, ভাব ও কথা সবই আল্লাহর নিকট হতে সুস্পষ্ট অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত। আর হাদীসে কুদ্‌সীর শব্দ ও ভাষা রাসূলের (স) নিজস্ব, কিন্তু এর ভাব ও কথা আল্লাহর নিকট হতে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত।"

অন্যান্য হাদীসের চেয়ে হাদীসে কুদসীর গুরুত্ব বেশি। আল-কুরআন ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

আল-কুরআন

১. আল-কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত, যা এসেছে জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে। এর ভাষা ও শব্দচয়ন নিশ্চিতরূপ 'লাওহে মাহ্‌ফূয' হতে নাযিল হয়েছে।
২. কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া নামায সহীহ হয় না। নামাযে কেবল কুরআনই তিলাওয়াত করা হয়, অন্য কিছু তেলাওয়াতের সুযোগ নেই।
৩. কুরআন অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা যায় না।
৪. কুরআন মুজিযা, পাঠকদের উদ্দীপিত করার মত সম্মোহক।

হাদীসে কুদ্‌সী

১. হাদীসে কুদ্‌সীর মূল বক্তব্য আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত, কিন্তু এর ভাষা রাসূল (স) প্রদেয়।
২. হাদীসে কুদ্‌সী নামাযে তিলাওয়াত করা হয় না, কুরআনের পরিবর্তে এটা নামাযে তিলাওয়াত করলে নামায হয় না।
৩. হাদীসে কুদ্‌সী বিনা উযুতে স্পর্শ করা যায়।
৪. হাদীসে কুদ্‌সী মু'জিযা নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.৫

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সত্য ও মিথ্যা নিরূপণ করুন–

১. কুরআন ও হাদীস একই উৎস থেকে উৎসারিত।
২. কুরআন মাজীদ অপ্রত্যক্ষ অহী।
৩. কুরআনের শব্দাবলি ও ভাষা স্বয়ং আল্লাহর।
৪. হাদীস মুজিযা।
৫. কুরআনে রাসূলের (স) নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছুই সংযোজন নেই।
৬. কুরআন বিনা উযুতে স্পর্শ করা যায়।
৭. হাদীসে কুদসীর মূলকথা সরাসরি আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত।
৮. হাদীসে কুদসী আল্লাহর বাণী রাসূল (স) তাঁর যবানীতে বর্ণনা করেছেন।
৯. কুরআন ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. কুরআন ও হাদীসের মধ্যকার পার্থক্যগুলো উল্লেখ করুন।
২. কুরআন ও হাদীসে কুদসীর পার্থক্যগুলো নির্ণয় করুন।

হাদীসের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- সংজ্ঞা হিসেবে হাদীসের প্রকারভেদ বলতে পারবেন;
- সনদ হিসেবে হাদীসের প্রকারভেদ বলতে পারবেন;
- বর্ণনাকারীর সংজ্ঞা হিসেবে হাদীসের প্রকারভেদ বলতে পারবেন;
- রাবীর বিশুদ্ধতা হিসেবে হাদীসের প্রকারভেদ বলতে পারবেন।

রাসূলুল্লাহ (স) যে সব বক্তব্য প্রদান করেছেন, যে সমস্ত কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন এবং যেসব কথা, কাজ অনুমোদন করেছেন সবই হাদীস। আর রাসূলের (স) হাদীস সবই সহীহ কিন্তু সনদ ও বর্ণনাকারীদের সংখ্যা, গুণাগুণ ও বর্ণনার ধারাবাহিকতা ইত্যাদির বিবেচনায় মুহাদ্দিসগণ হাদীসকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এ শ্রেণীবিভাগের ফলে হাদীসের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়েছে; হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা বুঝা গেছে।

৬.১ সংজ্ঞা হিসেবে হাদীস ৪ প্রকার

উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে মুহাদ্দিসগণ হাদীসকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১. কাওলী হাদীস

মহানবী (স)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীকে কাওলী হাদীস বা বক্তব্যমূলক হাদীস বলা হয়। যেমন-'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ'।

২. ফি'লী হাদীস

মহানবী (স) স্বয়ং যে সকল কর্মকাণ্ড করেছেন এবং কোন সাহাবী তা বর্ণনা করেছেন, তাকে 'ফি'লী হাদীস' বা কর্মমূলক হাদীস বলা হয়। যথা : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص كَذَا - "রাসূল (স) এরূপ করেছেন।"

৩. তাকরীরী হাদীস

সাহাবীগণ মহানবীর (স) সম্মুখে শরীআত সম্বন্ধে কোন কথা বলেছেন অথবা কোন কাজ করেছেন এবং রাসূল (স) তার প্রতিবাদ করেননি অথবা নীরব থেকে মৌন সম্মতি জানিয়েছেন, তাকে তাকরীরী হাদীস বা অনুমোদন মূলক হাদীস বলা হয়। যেমন- কোন সাহাবী বলেছেন : "আমরা রাসূলুল্লাহর (স) উপস্থিতিতে এরূপ কাজ করেছি ইত্যাদি।"

৪. হাদীসে কুদসী

তিন প্রকার ব্যতীত আরো এক প্রকার হাদীস আছে, যা মহানবী (স) প্রত্যক্ষ ব্যতীত গোপন অহীরূপে আল্লাহর নিকট হতে সরাসরি বর্ণনা করতেন; যার ভাষা ছিল রাসূলের, কিন্তু ভাব আল্লাহর- একে 'হাদীসে কুদসী' বলা হয়।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص- قَالَ اللهُ تَعَالٰى: اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ

রাসূল (স) বাণী প্রদান করেন : মহান আল্লাহ বলেছেন- "রোযা আমার জন্য, আমিই এর প্রতিদান দেব।"

৬.২ সনদ হিসেবে হাদীস ৩ প্রকার

সনদ বা রাবী পরম্পরার দিক থেকে হাদীসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. মারফূ : যে সব হাদীসের বর্ণনা পরম্পর রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মারফু হাদীস বলা হয়।

খ. মাওকুফ : যে সব হাদীসের বর্ণনা সূত্র সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাওকুফ হাদীস বলা হয়।

গ. মাকতূ : যে সনদ সূত্রে কোন তাবিঈর কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাকতূ হাদীস বলা হয়।

৬.৩ বর্ণনাকারীর (রাবী) সংখ্যা হিসেবে হাদীস ২ প্রকার

১. মুতাওয়াতির হাদীস

মুতাওয়াতির অর্থ একের পর এক পর্যায়ক্রমে আসা, বিরামহীন বা অনবরত। হাদীসে মুতাওয়াতির হল এমন হাদীস- যার বর্ণনাকারী রাবীর সংখ্যা প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্তরে এত অধিক যে, তাদের সকলের এক যোগে মিথ্যার উপর ঐকমত্য হওয়া অসম্ভব।

২. আহাদ হাদীস

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীসে আহাদ এমন হাদীসকে বলা হয়, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির হাদীসের রাবীর সংখ্যার সমপর্যায়ে পৌঁছেনি।

এ শ্রেণীর হাদীস দ্বারা ইলমে যন্নী 'ধারণামূলক জ্ঞান' হাসিল হয়। ইমাম আবু হানীফার (র) মতে, এ জাতীয় হাদীস দ্বারা আমল করা ওয়াজিব হয়। ইমাম আহমদ (র) বলেন, এর দ্বারা ইলম ও আমল উভয়ই ওয়াজিব হয়।

৬.৪ আহাদ হাদীস ৩ প্রকার

১. মাশহুর হাদীস

হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা সকল ক্ষেত্রে একই রূপ হয়নি। বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা বিভিন্ন হয়েছে। এ দিক দিয়ে হাদীসের কয়েকটি বিভাগ আছে। তার মধ্যে হাদীসে মাশহুর একটি।

যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা সাহাবীদের পরবর্তী স্তরসমূহের কোন স্তরে যদি তিনজন হতে কম না হয়, তবে এরূপ হাদীসকে হাদীসে মাশহুর বলা হয়।

ফিক্‌হবিদগণ এ প্রকার হাদীসকে হাদীসে মুস্তাফিযও বলেছেন।

২. হাদীসে আযীয

আযীয শব্দটির অর্থ কম হওয়া, মজবুত ও শক্তিশালী বা বিজয়ী হওয়া। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীসে আযীয বলা হয় এমন হাদীসকে, যার বর্ণনাকারী রাবীর সংখ্যা কোন একটি স্তরে দুজন থেকে দুজন হবে। অর্থাৎ, হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুজন থেকে কম হবে না এরূপ হাদীসকে হাদীসে আযীয বলা হয়। এ ধরনের হাদীস দ্বারা আত্মতৃপ্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা জায়িয।

৩. হাদীসে গরীব

গরীব শব্দের অর্থ স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন, দূরবর্তী ও দুষ্প্রাপ্য। পরিভাষায় এমন হাদীসকে হাদীসে গরীব বলা হয়, যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন স্তরে মাত্র একজন হয়। এ ধরনের হাদীস গ্রহণযোগ্য এবং শরীআতে দলিলযোগ্য হবে। এর অস্বীকারকারী কাফির বিবেচিত হবে না।

৬.৫ রাবীর বিশুদ্ধতার বিচারে মুত্তাসিল হাদীস তিন প্রকার

ক. সহীহ হাদীস

'সহীহ' মানে বিশুদ্ধ। যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদের প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ 'আদালত' ও 'যাবত' গুণ-সম্পন্ন এবং হাদীসটি সুজুজ ও ইল্লাত দোষ-মুক্ত, সে হাদীসকে হাদীসে সহীহ বলা হয়।

অর্থাৎ, এ প্রকার হাদীসের বর্ণনাকারীগণ অত্যন্ত বিশ্বস্ত, যাদের বর্ণনা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত এবং এ বর্ণনা বিশুদ্ধ ব্যক্তিদের বর্ণনার বিপরীত নয়, তাকে হাদীসে সহীহ বলা হয়।

খ. হাসান হাদীস

হাসান মানে উত্তম, সৌন্দর্য। যে হাদীসের রাবীর 'যাবত' (স্মরণ শক্তি) গুণে পরিপূর্ণতার সামান্য অভাব রয়েছে, সে রাবীর 'হাদীসকে হাদীসে' হাসান বলে। ফিক্‌হবিদগণ শরীআতের বিধান নির্ণয়ে ও আইন প্রণয়নে সহীহ ও হাসান হাদীস গ্রহণ করেন।

গ. যয়ীফ হাদীস

যয়ীফ মানে দুর্বল। পরিভাষায় যয়ীফ হাদীস বলা হয় এমন হাদীসকে, যে হাদীসের কোন রাবী সহীহ ও হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নয়। অর্থাৎ, যে হাদীসে সহীহ ও হাসান এর শর্তসমূহ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান নেই; বরং কিছু কিছু শর্ত বাদ পড়ে যায়, তাকে যয়ীফ হাদীস বলে।

উল্লেখ্য যে, 'রাবীর' দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে যয়ীফ বা দুর্বল বলা হয়। অন্যথায় রাসূলের (স) কোন কথাই যয়ীফ নয়। যয়ীফ হাদীসের দুর্বলতা কম ও বেশি হতে পারে। খুব কম হলে তা হাসানের কাছাকাছি থাকে। আর বেশি হতে হতে তা একেবারে 'মাওজু বা জাল হাদীসে পরিণত হতে পারে। প্রথম প্রকারের যয়ীফ হাদীস আমলের ফযীলত বা আইনের উপকারিতা বর্ণনায় ব্যবহার করা যেতে পারে, আইন প্রণয়নে নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.৬

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন

১. রাসূলের সব হাদীস-ই কী সহীহ?

২. কোন হাদীসের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে?

৩. সংজ্ঞা হিসেবে হাদীসের প্রকারভেদ কি কি?

৪. তাকরীরী হাদীস কি?

৫. হাদীসে কুদসী কি?

৬. সনদ হিসেবে হাদীস কয় প্রকার ও কি কি?

৭. মাশহুর হাদীস বলতে কি বুঝায়?

৮. বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হিসেবে হাদীস কয় প্রকার?

৯. হাদীসে মুতাওয়াতের কি?

১০. হাদীসে আহাদ কত প্রকার?

১১. হাদীসে গরীব মানে কি?

১২. রাবীর বিশুদ্ধতার বিচারে মুত্তাসিল হাদীস কত প্রকার ও কি কি?

১৩. সহীহ হাদীস মানে কি?

১৪. হাসান হাদীস কাকে বলে?

১৫. যয়ীফ হাদীস কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সংজ্ঞা হিসেবে হাদীসের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

২. সনদ হিসেবে হাদীসের শ্রেণীবিভাগের বিবরণ দিন।

৩. বর্ণনাকারীর সংখ্যা হিসেবে হাদীস কত প্রকার ও কি কি? বর্ণনা করুন।

৪. আহাদ হাদীসের প্রকারভেদ উল্লেখ করে প্রত্যেক প্রকার হাদীসের পরিচয় বর্ণনা করুন।

৫. রাবীর বিশুদ্ধতার বিচারে হাদীসের প্রকারভেদসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- হাদীস শাস্ত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা জানতে ও বলতে পারবেন;
- সাহাবী, তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈনের পরিচয় জানতে পারবেন;
- আসহাবে সুফ্ফা-এর পরিচয় বলতে পারবেন।

*** সনদ**

হাদীস বর্ণনাকারীদের বর্ণনা সূত্রকে 'সনদ' বলে।

*** মতন**

হাদীসে বর্ণিত মূল বক্তব্যকে 'মতন' বলে।

*** রাবী**

হাদীস বর্ণনাকারীকে 'রাবী' বলা হয়।

*** রিওয়ায়াত**

হাদীস বা 'আছার' বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কোন কোন সময় 'হাদীস' বা আছারকেও 'রিওয়ায়াত' বলে। যেমন বলা হয়, এ সম্পর্কে একটি রিওয়ায়াত আছে।

সাহাবী

'সাহাবী' আরবি শব্দ। বহুবচনে আসহাব, সুহুব- যিনি ঈমান ও প্রত্যয়ের সাথে রাসূলে কারীম (স)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন অথবা রাসূলে করীম (স)-কে দেখেছেন এবং তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা রাসূলে (স)-কে একবার দেখেছেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঈমানের ওপর টিকে ছিলেন তাকে 'সাহাবী' বলে।

সাহাবীদের সম্পর্কে সমালোচনা করা বা বিরূপ ধারণা করা জায়িয নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা এবং তাঁদের ব্যাপারে কটূক্তি থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

তাবি'উন

যিনি কোন সাহাবী (র)-এর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে একবার তাঁকে দেখেছেন, তাঁকে 'তাবিঈ' বহুবচনে তাবিউন-তাবিয়ীন বলে। তাবিয়ীনদের সংখ্যা হাজার হাজার। এঁরা সাহাবীদের কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেছেন।

তাবি-তাবি'য়ীন

যিনি কোন তাবি'ঈ (র)-এর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেছেন, তাকে তাবি-তাবি'য়ী বহুবচনে তাবি' তাব'য়ীন বলে। এদের সংখ্যা হাজার হাজার এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এঁরা ছড়িয়েছিলেন। এঁরা তাবি'য়ীগণের নিকট থেকে হাদীসের ইল্ম সংগ্রহ করে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে তা ছড়িয়েছেন। হিজরী তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তাঁরা জীবিত ছিলেন।

(স) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

'রাসূলে কারীম' (স)-এর নাম উচ্চারণ করলে যা পড়তে হয়। এর অর্থ- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন।

(র) রাদ্বিআল্লাহু আনহু

অর্থ- আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি (সন্তুষ্ট) থাকুন। সাহাবায়ে কেরামের নামের সাথে এটা পড়তে ও লিখতে হয়।

হাদীস ও সুন্নাহ

সুন্নাত শব্দের অর্থ হল কর্মপন্থা, কর্মপদ্ধতি, কর্মনীতি ও চলার পথ। পরিভাষায় রাসূল (স)-এর অনুসৃত কর্মপন্থা ও কর্মনীতিকে 'সুন্নাত' বলা হয়। প্রাচীন উলামায়ে কিরামের মতে হাদীস এবং সুন্নাহর মধ্যে তেমন কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয়নি; বরং অতীতের মুহাদ্দিসদের ভাষায় এটা প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হত।

উভয়ের মধ্যকার তারতম্য : উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়-

হাদীস হল মহানবীর– (১) কথা, (২) কাজ, (৩) মৌন সম্মতি ও (৪) আচার-আচরণের বিবরণ। পক্ষান্তরে, সুন্নাত হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর (ক) নীতি ও (খ) কর্মপন্থা।

আস্হাবে সুফ্ফা

'আস্হাবে সুফ্ফা' বলা হয় সাহাবাদের একটি নির্দিষ্ট অংশকে, যাঁরা সরাসরি রাসূলে কারীম (স)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এঁরা সার্বক্ষণিক রাসূল (স)-এর সাথে থাকতেন, তাঁর কথা শুনতেন এবং তা কণ্ঠস্থ করে নিতেন।

মুহাদ্দিস

মুহাদ্দিস মানে হাদীস বিশেষজ্ঞ, হাদীসবিশারদ। যিনি হাদীসের চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী তাঁকে মুহাদ্দিস বলে। মুহাদ্দিসগণ হাদীস বিশ্লেষণ ও হাদীসের সত্য-মিথ্যা নিরূপণে এবং হাদীসের ব্যাপক পঠন পাঠনে নিয়োজিত থাকেন।

শাইখ

হাদীস শিক্ষাদাতা রাবীকে তার শাগ্রিদের তুলনায় 'শাইখ' বলা হয়ে থাকে।

হাফিয

'হিফ্য' থেকে হাফিয। 'হিফ্য' অর্থ মুখস্থ করা, যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে 'হাফিয' বা 'হাফিযে হাদীস' বলে।

হুজ্জাত

যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ তিন লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে 'হুজ্জাত' বলে।

হাকিম

যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে 'হাকিম' বলে।

আদালত

যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে 'তাক্ওয়া' ও 'মরুওত' অবলম্বন করতে (এবং মিথ্যা আচরণ হতে বিরত থাকতে) উদ্বুদ্ধ করে তাকে 'আদালত' বলে। 'তাক্ওয়া' অর্থে এখানে শিরক, বিদাআত ও ফিস্ক প্রভৃতি কবীরাহ গোনাহ এবং পুনঃ পুন ছগীরা গোনাহ্ করা হতে বেঁচে থাকাকে বুঝায়। 'মরুওত' অর্থে অশোভন বা অভদ্রোচিত কার্য হতে দূরে থাকাকে বুঝায়। যদিও তা 'মোবাহ' হয়। যথা- হাটে-বাজারে প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে প্রস্রাব করা ইত্যাদি। যিনি এরূপ কার্য করেন এমন ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়।

আদ্ল বা আদিল

যে ব্যক্তি 'আদালত' গুণসম্পন্ন তাকে 'আদল' বা 'আদিল' বলে। [অর্থাৎ যিনি (১) রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস সম্পর্কে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি, (২) বা সাধারণ কাজ কারবারে কখনো মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হননি, (৩) অজ্ঞাতনামা অপরিচিত অর্থাৎ, দোষগুণ বিচারের জন্য যার জীবনী জানা যায় নি, এরূপ লোকও নন, (৪) বে-আমল ফাসিকও নন, (৫) অথবা বদ্- ইতিকাদ বিদআতীও নন তাকে 'আদ্ল' বা আদিল বলে।]

*** যাব্ত**

যে শক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ হতে রক্ষা করতে পারে এবং যখন ইচ্ছা তখন তাকে সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে 'যাব্‌ত' বা (স্মরণশক্তি) বলে। আর এ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে যাবিত বলে।

*** ছিকাহ**

যে ব্যক্তির মধ্যে 'আদালত' ও 'যাব্‌ত' উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে 'ছিকাহ' বলে।

*** সহীহাইন**

হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফের স্থান সর্বোচ্চে। তাই বুখারী ও মুসলিম শরীফকে একসঙ্গে 'সহীহাইন' বলে।

*** সুনানে আর্‌বা'আ**

'সিহাহ সিত্তা'র অপর চারখানা গ্রন্থ যথাক্রমে আবু দাউদ, নাসায়ী শরীফ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহকে এক সঙ্গে 'সুনানে আর্‌বা'আ বলে।

*** জামি**

যে হাদীস গ্রন্থে হাদীসকে বিষয়বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে এবং সমস্ত প্রধান প্রধান অধ্যায়গুলো অর্থাৎ আকাইদ, সিয়ার, তাফসীর, ফিতান, আহকাম, আদাব, রিকাক ও মানাকিব এ আটটি প্রধান অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে, তাকে 'জামি' বলে। যেমন, জামি সহীহ বুখারী, জামি তিরমিযী।

*** সুনান**

যে হাদীস গ্রন্থে হাদীসকে ফিকাহ শাস্ত্রের ন্যায় সাজানো হয়েছে; কিন্তু সেখানে কেবল তাহারাত, নামায, রোযা প্রভৃতি আহ্‌কামের হাদীসসমূহ সংগ্রহের দিকেই বেশি নজর দেয়া হয়েছে, তাকে 'সুনান' বলে। যেমন- সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে দারিমী।

*** মুস্‌নাদ**

যে হাদীস গ্রন্থে হাদীসমূহকে সাহাবীদের নামানুসারে সাজানো হয়েছে এবং এক-একজন সাহাবী বর্ণিত হাদীসমূহকে একটি মাত্র গ্রন্থে স্থান দেয়া হয়েছে, তাকে 'মুস্‌নাদ' বলে। যেমন, মুস্‌নাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে তাআলিছী।

*** মু'জাম**

যে হাদীস গ্রন্থে হাদীসমূহকে শাইখ বা উস্তাদদের নামানুসারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, তাকে মু'জাম বলে। যেমন, মুজামে তাবারানী।

*** রিসালাহ**

যে ক্ষুদ্র হাদীস গ্রন্থে মাত্র একটি বিষয়ের সমস্ত হাদীসকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, তাকে 'রিসালাহ' বা 'জুয' বলে। যেমন- কিতাবুত তাওহীদ (ইবনে খুযাইমা)। এ হাদীস গ্রন্থে তাওহীদ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে।

*** রিজাল**

হাদীসের বর্ণনাকারী সমষ্টিকে 'রিজাল' বলে।

ইলমে আসমাউর রিজাল

যে শাস্ত্রে রাবীদের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে 'ইলমে আস্‌মাউর রিজাল' চরিত বিজ্ঞান বলে। এ শাস্ত্রে হাদীসের বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, তাঁদের লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্য, তাঁদের শিক্ষকদের ইল্‌মী অবস্থা, তাঁদের ছাত্রদের অবস্থা, জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁদের পরিশ্রম ও সফর, তাঁদের নৈতিক চরিত্র, তাঁদের সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হবার ব্যাপারে 'ইলমে হাদীস' বিশেষজ্ঞদের মতামত ইত্যাদি অবস্থার বিষয় আলোচিত ও পর্যালোচিত হয়।

মুত্তাফাকুন আলাইহি

মুত্তাফাকুন শব্দের অর্থ একমত, ঐকমত্য। আর আলাইহি শব্দের অর্থ উপর। সুতরাং, মুত্তাফাকুন আলাইহি- এর অর্থ হচ্ছে "তার উপর একমত বা ঐকমত্য"। যে সকল হাদীস একই সাহাবী থেকে এক ও অভিন্ন সূত্রে ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র) উভয়েই বর্ণনা করেছেন, তাকে "মুত্তাফাক আলাইহি" বা "ঐকমত্যে বর্ণিত" হাদীস বলা হয়। এ জাতীয় হাদীসের গুরুত্ব বা গুণগত বৈশিষ্ট্য উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং প্রমাণ ও দলিলের দিক থেকে অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত।

সিহাহ সিত্তাহ কি

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগ। এ শতাব্দীতে ছয়খানি সুবিখ্যাত সহীহ হাদীস গ্রন্থ বিশ্ববাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত হয়, যা সামগ্রিক বিবেচনায় অত্যন্ত সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন।

সিহাহ (صحاح) শব্দটি (صحيح) সহীহ শব্দের বহুবচন। অর্থ বিশুদ্ধ, নির্ভুল, সহীহ। আর সিত্তাহ (ষষ্ঠ) মানে ছয়। সুতরাং 'সিহাহ সিত্তাহ' বলা হয় হাদীস শাস্ত্রের সেই ছয়খানা নির্ভুল ও প্রামাণ্য সংকলনকে, যার বিশুদ্ধতা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীস চর্চা, লিখন, পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও সংকলনের সোনালী যুগ। এ শতাব্দীতে যে ছয়খানি নির্ভরযোগ্য, প্রামাণ্য এবং সর্বজন স্বীকৃত হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে, সেগুলোকেই একত্রে 'সিহাহ সিত্তাহ' বলা হয়। এগুলো হলো:

ক্রমিক	হাদীস গ্রন্থের নাম	সংকলক	জীবনকাল	বয়স
১.	সহীহুল বুখারী	মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (ইমাম বুখারী)	হিঃ ১৯৪ জ, ২৫৬ মৃ	৬২ বছর
২.	সহীহ লি-মুসলিম	মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ [ইমাম মুসলিম]	হি ২০৪ জ, ২৬১ মৃ	৫৭ বছর
৩.	জামিউত তিরমিযী	আবূ ঈসা মুহাম্মদ [ইমাম তিরমিযী]	হিঃ ২০২ জ, ২৭০ মৃ	৭০ বছর
৪.	সুনানে আবূ দাউদ	সুলাইমান ইবনুল আশ্য়াস্ [ইমাম আবূ দাউদ]	হিঃ ২০২ জ ২৭৫ মৃ	৭৩ বছর
৫.	সুনানে নাসায়ী	আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব [ইমাম নাসায়ী]	হিঃ ২১৫জ, ৩০৩ মৃ	৮৮ বছর
৬.	সুনানে ইবনে মাজাহ	মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ [ইমাম ইবনে মাজাহ]	হিঃ ২০৯জ, ২৭৩মৃ	৬৪ বছর

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৫.৭

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন–

১. সনদ কি?
২. মতন মানে কি?
৩. রাবী কাকে বলে?
৪. সাহাবী অর্থ কি?
৫. তাবিঈ কারা?
৬. 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' কখন বলতে হয়?
৭. আসহাবে সুফ্ফা কারা?
৮. মুহাদ্দিস মানে কি?
৯. শাইখ কাকে বলে?
১০. 'সহীহাইন' কি কি?
১১. সুনানে আরবা'আ কোনগুলো?
১২. 'জামি' মানে কি?
১৩. 'সিহাহ সিত্তাহ' মানে কি?
১৪. 'সিহাহ সিত্তাহ'র অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ কয়টি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. নিচের পরিভাষাগুলোর সংজ্ঞা লিখুন- রিজাল, সিহাহ সিত্তাহ, সনদ, মতন, সাহাবী, তাবিঈ, মুত্তাফাকুন আলাইহি, আসহাবে সুফ্ফা, মুহাদ্দিস, আদালত, জামি।

ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র)-এর জীবন ও অবদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- ইমাম বুখারীর পরিচয় বলতে পারবেন;
- ইমাম বুখারীর জীবনী বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইমাম বুখারীর অবদান বলতে পারবেন;
- ইমাম মুসলিমের জীবনী ও তাঁর অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.১ ইমাম বুখারী (র)

জন্ম ও শৈশব

ইমাম বুখারীর পুরো নাম হলো- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। পরবর্তীতে তিনি জন্মস্থানের নামেই পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাদপিঠ বর্তমান রাশিয়ার উজবেকিস্তানের অন্তর্গত ইসলামী সভ্যতার লীলাভূমি বুখারায় ১৩ শাওয়াল ১৯৪ হিজরী সনে (৮১০ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবে বুখারী (র) পিতাকে হারিয়ে মাতার স্নেহে লালিত-পালিত হন। ইমাম বুখারীর অতি অল্প বয়সেই দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। এতে তাঁর মাতা দারুণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। এক রাতে তাঁর মাতা স্বপ্নে দেখতে পেলেন হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁকে এসে বলছেন- "মুহাম্মাদের মাতা! একটি সুসংবাদ জেনে নাও, তুমি আল্লাহর দরবারে অতি মাত্রায় কান্নাকাটি করার কারণে আল্লাহ তোমার ছেলের চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দিয়েছেন।" সকালে উঠে তিনি সত্যি সত্যি দেখতে পেলেন বুখারী চোখের আলো ফিরে পেয়েছেন।

শিক্ষা

ইমাম বুখারী (র) অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাঁর মেধা ও স্মরণশক্তি সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি মাত্র একবার পড়লে যে কোন কিতাব মুখস্থ হয়ে যেত। শৈশবেই তিনি হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি স্বয়ং বলেন : "মক্তবে পড়ার সময়ই আমার মনে হাদীস মুখস্থ করার বাসনা জাগে।"

ইমাম বুখারী ছোটবেলা থেকেই হাদীস মুখস্থ করতে পারদর্শী ছিলেন। ১৬ বছর বয়সেই তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ও হাকীম তকীর হাদীসগ্রন্থ সম্পূর্ণ মুখস্থ করে ফেলেন। হিজরী ২১০ সনে ইমাম বুখারী (র) বুখারায় অবস্থানকালে সকল মুহাদ্দিসের নিকট থেকে সকল হাদীস সংগ্রহ করে মা ও ভাইকে নিয়ে হাজ্জে গমন করেন। তিনি হাদীস শিক্ষায় ৬ বছর মক্কায় অবস্থান করেন।

কর্মজীবন

ইমাম বুখারীর কর্মজীবন বলতে হাদীস সংগ্রহ, মুখস্থকরণ এবং সংকলনকেই বুঝানো হয়। তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, "আমি যখন ১৮ বছর বয়স অতিক্রম করি তখন সাহাবী ও তাবেঈদের বিচার-ফায়সালা সম্পর্কে একটি গ্রন্থ এবং এরপর মদীনায় রাসূল (স)-এর রওযা মোবারকের নিকট বসে আত-তারীখ রচনা করি।"

ইমাম বুখারী (র) ইসলামী বিশ্বের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতেন। আল্লামা যাহবী (র) এ প্রসঙ্গে বলেন, "তিনি হাদীস সংগ্রহে বাগদাদ, বলখ, মক্কা, বসরা, কুফা, আসকালান, হিমস এবং দামেস্কে গমন করেন। ইলমে হাদীসের জন্যে তিনি সকল শহরের সকল মুহাদ্দিসের নিকট গমন করেন।

ইমাম বুখারী (র)-এর শিক্ষকমণ্ডলী

ইমাম বুখারী (র) বাগদাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তাছাড়া আহমাদ ইবনে আল-আরজাকী, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াজীদ, ইবরাহীম ইবনে মানযার, হাম্মাদ, আবু সাবেত প্রমুখের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন।

ছাত্রবৃন্দ

ইমাম বুখারীর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মুসলিম নিশাপুরী, আবু আবদুর রহমান আননাসায়ী, আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনে নাছর যারওয়ারী (র) অন্যতম।

ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা

ইমাম বুখারী অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর সমুদয় অর্থসম্পদ শিক্ষার্থী ও দরিদ্রদের মাঝে ব্যয় করেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, "ইমাম বুখারী (র) ছিলেন উম্মতের ভূষণ, ইমাম মুসলিম (র) ছিলেন-তাঁর পদচুম্বনে অভিলাষী।"

চরিত্র

ইমাম বুখারী (র) ছিলেন অতিশয় ভদ্র প্রকৃতির লোক। আত্মসম্মানবোধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। রাজা বাদশাহগণের তোষামোদে তিনি বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হননি। একবার বুখারার শাসক খালেদ ইবনে যাহলী তার ঘরে গিয়ে তাকে হাদীস শিক্ষাদানে অনুরোধ জানান। কিন্তু ইমাম বুখারী (র) তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় তাঁকে বোখারা ছাড়তে বাধ্য করেন। ইমাম বুখারী তা মাথা পেতে মেনে নেন।

মেধা শক্তির প্রখরতা

ইমাম বুখারীর কোন কিতাব দু'বারের বেশি পাঠ করতে হয়নি। একবার সমরকন্দে চারশত মুহাদ্দিস বুখারীর হাদীস জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য হাদীসের 'সনদ' ও 'মতন' উল্টা-পাল্টা করে উপস্থাপন করলে ইমাম বুখারী সবগুলো সঠিক ভাবে উপস্থাপন করেন। এতে মুহাদ্দিসগণ বিস্মিত হন। ইমাম মুসলিম তাঁকে "হাদীস রোগের চিকিৎসক" বলে আখ্যায়িত করেন।

হাদীস সংকলনে তাঁর অবদান

হাদীস সংকলনে ইমাম বুখারীর অবদান আকাশ ছোঁয়া। ইসলামী রাজ্যের এমন কোনো শহর নেই তিনি গমন করেননি। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, "আমি সিরিয়া, মিসর ও জর্জিয়ায় দু'বার করে উপস্থিত হয়েছি। বসরায় চারবার, কুফা ও বাগদাদে অসংখ্যবার গিয়েছি এবং হেজাজে ছয় বছর অবস্থান করেছি।"

বুখারী শরীফ সংকলনের অনুপ্রেরণা

বুখারী শরীফ সংকলনের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (র) দু'টি মন্তব্য করেন–

(ক) একবার তাঁর ওস্তাদ ইসহাক ইবন রাহওয়াই (র)-এর মজলিশে এক ব্যক্তি বলল, কেউ যদি রাসূল (স)-এর হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করতো যা হবে বিশুদ্ধ তাহলে সকলের উপকার হতো। একথা শুনে তিনি বুখারী শরীফ লেখেন।

(খ) তিনি এক রাতে এমন একটি স্বপ্ন দেখলেন যার ব্যাখ্যায় বলা হয়, "তুমি রাসূল (স)-এর সকল সত্য রক্ষা করবে।" আর সেই সত্য হলো রাসূল (স)-এর সকল হাদীস শুদ্ধভাবে সংকলন করা।

ইন্তেকাল : তিনি ২৫৬ হিজরী মোতাবেক ৮৭০ খ্রিঃ সমরকন্দের খরতংগ শহরে ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৮.২ ইমাম মুসলিম (র)

জন্ম ও শৈশব

সিহাহ সিত্তাহ বা ছয়খানি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থ সহীহ মুসলিম শরীফের প্রণেতার পুরো নাম হলো আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী। তিনি হিজরী ২০৪ সনে (মোতাবেক ৮১৯ খ্রিঃ) খুরাসানের অন্তর্গত নিশাপুর নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন

হাদীসের উপর প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করার পর ১৮ বছর বয়স হতে তিনি পূর্ণমাত্রায় হাদীস শিক্ষা শুরু করেন। হাদীস শিক্ষার জন্যে তাকে দুনিয়ার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ছুটে যেতে হয়েছে। তিনি ইরাক, হিজাজ, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে গমন করে সে স্থানে অবস্থানকারী বড় বড় মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন।

ইমাম মুসলিমের ওস্তাদগণ

ইমাম মুসলিম সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদগণের সাহচর্য লাভ করার সুযোগ লাভ করেন। তাদের মধ্যে ইমাম বুখারী, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবন রাহওয়াই প্রমুখ অন্যতম। তিনি নিশাপুরেই বুখারীর শিষ্যত্ব লাভ করেছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে তাঁর ছাত্র ও শিক্ষক সবাই একমত।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

সে সময়কার বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্রদের মাঝে যাঁরা অন্যতম তারা হলেন আবু হাতিম আর-রায়ী, মূসা ইবন হারুন, ইমাম তিরমিযী (র) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব

ইমাম মুসলিম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন চেতনায় চির ভাস্বর। ফলে কোন তোষামোদীর প্রশংসায় প্রভাবিত হননি। তাই তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি হাতিম আর রাযী, মূসা ইবনে হারুন, আহমদ ইবনে সালামা সহ অনেকের নামই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি সরাসরি ওস্তাদগণের নিকট শ্রুত এবং গৃহীত তিন লক্ষ হাদীস যাচাই বাছাই করে রচনা করেন অমর গ্রন্থ "সহীহ মুসলিম।"

ইমাম মুসলিমের অবদান

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মুসলিমের অবদান আকাশচুম্বী। এই মহাপণ্ডিতের অধিকাংশ সংকলনই হাদীস সংক্রান্ত। তার মাঝে অন্যতম হলো সহীহ মুসলিম। মুসলিম শরীফ ছাড়া তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলো হলো-১. আল-মুসনাদুল কবীর, ২. কিতাব আল-আসমা, ৩. কিতাব আল-জামি, ৪. কিতাব আল-তামীম, ৫. কিতাব আল-ইলম অন্যতম।

ইমাম মুসলিমের জীবনের সেরা উপহার 'সহীহ মুসলিম'। এ গ্রন্থখানি সহীহ ও শুদ্ধতার বিচারে বুখারী শরীফের পরেই বিবেচিত। তিনি কেবল নিজের জ্ঞান বুদ্ধিতেই এ হাদীসগ্রন্থ সংকলন করেননি বরং পণ্ডিতদের পরামর্শ নিয়েছেন। তাঁর মতে-"কেবল আমার বিবেচনায়ই সহীহ হাদীসসমূহ কিতাবে সন্নিবেশিত করিনি বরং সেসব হাদীসই সন্নিবেশ করেছি যাদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।" (সহীহ মুসলিম)

তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও সাধনা করে এ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। মুসলিম শরীফে মোট 'বার হাজার' হাদীস সন্নিবেশিত আছে। তবে একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীস বাদ দিলে এর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার। এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) নিজে বলেন, "মুহাদ্দিসগণ দুইশত বছর পর্যন্ত যদি হাদীস লিখতে থাকেন তবুও তাদেরকে অবশ্যই এই সনদযুক্ত বিশুদ্ধ গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হবে।"

ইমাম মুসলিমের চরিত্র

তিনি অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি যে একজন উন্নত চরিত্র, উচ্চ মর্যাদা এবং বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন এ প্রসঙ্গে সকল মনীষীই একমত। পরনিন্দা ও পরশ্রীকাতরতাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। সকলের মঙ্গল কামনা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ।

ইন্তেকাল

মনীষী ইমাম মুসলিম ৫৭ বছর বয়সে ২৬১ হিজরীতে নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে নিশাপুরেই সমাহিত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৫.৮

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ করুন–

১. ইমাম বুখারীর পুরো নাম হলো ..... ।

২. ইমাম বুখারী বর্তমান রাশিয়ার ..... অন্তর্গত ..... নামক শহরে ১৯৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. ইমাম বুখারী নিজের সম্পর্কে বলেন, "মক্তবে পড়ার সময়ই আমার মনে ..... মুখস্থ করার বাসনা জাগে।

৪. ইমাম বুখারী হাদীস চর্চার জন্য ..... বছর মক্কায় অবস্থান করেন।

৫. ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারী সম্পর্কে বলেন– "তিনি ..... রোগের চিকিৎসক।"

৬. ইমাম বুখারী ২৫৬ হিজরী মোতাবেক ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ..... বছর বয়সে ..... খরতংগ নামক শহরে ইনতেকাল করেন।

৭. সহীহ মুসলিম প্রণেতার পুরো নাম ..... ।

৮. ইমাম মুসলিম হিজরী ২০৪ সনে ..... অন্তর্গত ..... জন্মগ্রহণ করেন।

৯. ইমাম মুসলিম ..... লক্ষ হাদীস যাচাই-বাছাই করে রচনা করেন। তাঁর অমর গ্রন্থ সহীহ ..... ।

১০. ইমাম মুসলিম ..... বছর বয়সে ২৬১ হিজরীতে ..... ইন্তেকাল করেন। তাঁকে নিশাপুরেই ..... করা হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম বুখারী (র)-এর পুরো নাম উল্লেখ করে তাঁর শৈশব জীবন ও শিক্ষা জীবন লিখুন।

২. ইমাম বুখারীর শিক্ষা জীবন ও হাদীসে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করুন।

৩. ইমাম মুসলিম কে ছিলেন? তাঁর শৈশব জীবন ও শিক্ষা জীবন লিখুন।

৪. ইমাম মুসলিমের চরিত্র ও অবদান উল্লেখ করুন।

ইমাম তিরমিযী (র) ও ইমাম নাসায়ী (র)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- ইমাম তিরমিযীর জীবনী ও তাঁর অবদান বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইমাম নাসায়ীর জীবনী ও তাঁর অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.১ ইমাম তিরমিযী (র)

জন্ম ও শৈশব

সিহাহ সিত্তাহর অন্যতম গ্রন্থ জামে তিরমিযী প্রণেতা ইমাম তিরমিযী (র)-এর পুরো নাম আল-ইমাম আল-হাফেয আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী।

খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের শাসনামলে মধ্য এশিয়ার ট্রান্স অক্সিয়ানার পার্শ্বে জীহুন নদীর বেলাভূমিতে অবস্থিত 'তিরমিয' নামক স্থানে হিজরী ২০৯ সনে এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম তিরমিযীর বাল্যকাল তিরমিয শহরেই অতিক্রান্ত হয়। ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। ফলে কোন হাদীসে একবার চোখ বুলালে তা পুনরায় দেখার প্রয়োজন হতো না। তাঁর মেধার বিকাশ দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যেতো।

শিক্ষা জীবন

ইমাম তিরমিযী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেই হাদীস অধ্যয়ন ও সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তিনি মুসলিম জাহানের বিখ্যাত হাদীস শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে গমন করে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। এমনও সময় গেছে যে, কোন স্থানে হাদীস সংগ্রহে তাকে নিরুদ্দেশ থাকতে হয়েছে পরিবার-পরিজন থেকে।

শিক্ষা সফর

তিনি হাদীস সংগ্রহের জন্য বছরের পর বছর ধরে মুসলিম জাহানের জ্ঞানের পাদপিঠ বসরা, কুফা, ইরাক, রাই, খুরাসান, হিজাজ প্রভৃতি স্থানে ব্যাপক সফর করেন। সেখানে অবস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে তিনি হাদীস সংগ্রহ করতেন।

তিরমিযী (র)-এর ওস্তাদগণ

ইমাম তিরমিযী (র)-এর সৌভাগ্য যে, তিনি সমসাময়িক বড় বড় ওস্তাদ ও আলিম ওলামার সাহচর্য লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যারা অন্যতম তাঁরা হলেন- কুতাইবা ইবনে সাঈদ, ইসহাক ইবনে মূসা, মাহমুদ ইবনে গাইলান, সাঈদ ইবনে আব্দুর রহমানসহ আরো অনেকে।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

ইমাম তিরমিযীর যেমন বড় বড় ওস্তাদ ছিলেন ঠিক তেমনি তাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে সে সময়কার তুখোড় তুখোড় বেশ কয়েক জন শিষ্য। তাঁরা হলেন- আবু হামেদ আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ মারুফী, আহমদ ইবনে ইউসুফ নাসাফী (র), মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ প্রমুখ শিষ্যগণ।

স্মৃতি শক্তির গভীরতা

তিনি ছিলেন বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাঁর স্মৃতিশক্তির প্রখরতা সম্পর্কে কথিত আছে যে, একবার তিনি জনৈক শাইখের বর্ণিত কয়েকটি হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু বর্ণনা ভালোভাবে শোনেননি বলে তা ঠিকমতো লিপিবদ্ধ করতে পারেননি। একদিন ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে শায়খের সাথে সাক্ষাত হলে তাঁর নিকট থেকে সম্পূর্ণ হাদীস শোনার ইচ্ছা করেন। শাইখ বললেন-

"আমি পাঠ করি তুমি তোমার লিখিত অংশ বের করে ঠিক করে নাও। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরও ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর লিখিত অংশটি পেলেন না। তাই তিনি একটি সাদা কাগজের টুকরা ধরেই শাইখের বক্তব্য শুনতে লাগলেন। এমতাবস্থায় শাইখ বললেন, তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? তিনি বললেন না, আপনি যা বলেছেন তা আমি বলে দিতে পারি। এই বলে তিনি মুখস্থ বলে দিলেন। শাইখ এতে বিস্মিত হয়ে গেলেন।"

হাদীস শাস্ত্রে তিরমিযীর অবদান

ইমাম তিরমিযী (র) সমসাময়িককালের হাদীস বিশারদদের অন্যতম ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রের উৎকর্ষের জন্যে তিনি সারা জীবন সাধনা ও শ্রম বিনিয়োগ করেছেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রের উপর বহু মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলোর মধ্যে- আল জামিউত তিরমিযী, কিতাবুল আসমা, আলকুনা, শামায়েলুত তিরমিযী অন্যতম। তবে তাঁর সংকলনগুলোর মধ্যে জামে আত্তিরমিযী অমর সংকলন।

জামে আত্তিরমিযী শরীফ

ইমাম তিরমিযীর অন্যতম সেরা সংকলন "আল-জামিউত তিরমিযী" কে 'সুনান'ও বলা হয়। ব্যাপকতায় এটি বুখারী শরীফ, হাদীস বিন্যাসে মুসলিম শরীফ এবং আহকামে আবু দাউদের স্থান দখল করে আছে। গ্রন্থটিতে তিন হাজার আটশত বারটি হাদীস সংগৃহীত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী তাঁর সংকলনটি সম্পর্কে বলেন-

"যার ঘরে এই কিতাবখানি থাকবে মনে করা যাবে যে, তাঁর ঘরে স্বয়ং নবী (স) অবস্থান করছেন এবং কথা বলছেন।"

চরিত্র

ইমাম তিরমিযী (র) অত্যন্ত নির্মল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি শিক্ষকদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধন করতেন। তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ও আল্লাহভীরু লোক ছিলেন।

৯.২ ইমাম নাসায়ী

জন্ম ও শৈশব

সিহাহ্ সিত্তাহর অন্যতম গ্রন্থ সুনানে নাসায়ী প্রণেতা ইমাম নাসায়ীর পূর্ণ নাম আবদুর রহমান আহমদ ইবন শুআইব আন-নাসায়ী।

এই ক্ষণজন্মা মনীষী খুরাসানের অন্তর্গত 'নাসা' শহরে ২১৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান নাসা'র নামানুসারেই পরবর্তী কালে তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি শৈশবকাল থেকেই প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও ইসলামী জ্ঞানের প্রতি পারদর্শিতা দেখাতে শুরু করেন। তিনি শৈশবকাল প্রিয় জন্মস্থানে অতিবাহিত করেন। তিনি স্থানীয় বিদ্যাপিঠে হাদীস ও কুরআন পাঠে মনোনিবেশ করেন।

শিক্ষাজীবন

তিনি অসংখ্য হাদীস মুখস্থ জানতেন বলে তাঁকে হাদীসের হাফেযও বলা হতো। তিনি ১৫ বছর বয়স থেকেই হাদীস সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে বিভিন্ন দেশ সফর করেন এবং দীর্ঘদিন বিভিন্ন হাদীসকেন্দ্রে অবস্থান করেন। তিনি হযরত আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

বিদেশ ভ্রমণ

ইমাম নাসায়ী (র) হাদীস শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা সহ্য করে দেশ বিদেশে সফর করেন। প্রথমে তিনি কুতাইবা বলখীর নিকট উপস্থিত হন এবং এক বছর দু'মাসকাল সেখানে অবস্থান করে তাঁর নিকট থেকে হাদীসের উপর তা'লিম গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মিসর গমন করেন। সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করে বেশ কিছু রচনা সংগ্রহ করেন। তাঁর মিসর গমন তাঁকে দেশ বিখ্যাত আলেম ওলামার সাহচর্য লাভের সুযোগ করে দেয়।

হাদীস সংকলনে তাঁর অবদান

ইমাম নাসায়ী (র) মিসর সফরকালে বেশ কয়েকটি মূল্যবান হাদীসগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে এগুলো পাঠকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি হিজরী ৩০২ সনে মিসর ত্যাগ করে দামেস্ক উপস্থিত হন এবং সেখানে হযরত আলী (রা) ও রাসূল (স)-এর বংশধরদের উপর প্রশংসা সম্বলিত কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রেষ্ঠ সংকলন

ইমাম নাসায়ীর অমর সংকলন হলো 'সুনানুল কুবরা'। এটি তাঁর প্রথম হাদীসগ্রন্থ সংকলন। পরবর্তীতে তিনি কুবরা থেকে যাচাই বাছাই করে সংক্ষিপ্ত আকারে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এর নাম করেন সুনানুস সুগরা। আর এর আরেক নাম হলো আল-মুজতাবা-সঞ্চয়িত। এ গ্রন্থে ইমাম নাসায়ী (র) বুখারী ও ইমাম মুসলিম শরীফের সকল রীতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

ইমাম নাসায়ী (র) এ গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যে সনদ প্রদান করেন তা হলো- হাদীসের সঞ্চয়ন মুজতাবা নামের গ্রন্থখানিতে উদ্ধৃত সমস্ত হাদীসই বিশুদ্ধ।

চারিত্রিক গুণাবলি

আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসুন গ্রন্থের লেখকের মতে, ইমাম নাসায়ী (র) অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যতা ও সত্যবাদিতা এবং নম্রতা সকলের নিকট প্রশংসনীয় হয়েছিল। তিনি ছিলেন যেমন পরহেজগার তেমনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর মুত্তাকী। মানুষের সাথে সদাচরণ ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে ইমাম যুহরী (র) বলেন- "তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং ইমাম মুসলিমের চেয়েও উচ্চস্তরের হাফিযে হাদীস।"

মিসরবাসীর অশোভন আচরণ

তিনি যখন মিসর সফর করছিলেন তখন লক্ষ্য করলেন যে, উমাইয়া বংশের লোকজনের অত্যাচারে লোকজন হযরত আলী ও রাসূল (স) এর বংশধরদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে। তিনি ব্যাপারটি বুঝতে পেরে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি তাদের এ ভুল সংশোধন করার জন্য দামেস্কের মসজিদে একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করতে শুরু করলেন, যাতে হযরত মুহাম্মদ (স) ও আলী পরিবার-এর উপর প্রশংসা করা হচ্ছিল। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, আপনার খুৎবায় মুয়াবিয়ার কোন প্রশংসা আছে কি? উত্তরে ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, মুয়াবিয়ার থেকে নিষ্কৃতি পেলেই কি যথেষ্ট নয়? উত্তরে লোকটি বলে উঠলো, এ লোক শিয়া। তাকে প্রহার করো, তারপর তাঁর উপর অতর্কিত আক্রমণ শুরু হলো। ইমাম নাসায়ী এতে ভীষণভাবে আহত হলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, তোমরা অনুগ্রহ করে আমাকে মক্কা শরীফ নিয়ে যাও। আমি সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব।

ইন্তেকাল : ইমাম নাসায়ী ৩০৩ হিজরীতে ৮৮ / ৮৯ বছর বয়সে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.৯

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ইমাম তিরমিযীর পুরো নাম..... ।

২. ইমাম তিরমিযী (র) মধ্য এশিয়ার জীহুন নদীর তীরে ..... নামক স্থানে হিজরী ..... সনে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. ইমাম তিরমিযীর অমর সংকলন হল ..... ।

৪. ইমাম তিরমিযীর জামি আত তিরমিযীকে ..... বলা হয়।

৫. তিরমিযী শরীফে হাদীসের সংখ্যা ..... ।

৬. ইমাম নাসায়ীর পুরো নাম ..... ।

৭. ইমাম নাসায়ীর ..... অন্তর্গত ..... শহরে ২১৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

৮. ইমাম নাসায়ী (র) অসংখ্য হাদীস মুখস্থ জানতেন বলে তাঁকে ..... বলা হতো।

৯. ইমাম নাসায়ী সম্পর্কে ইমাম যুহরী বলেন, ... "তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং ইমাম মুসলিমের চেয়েও .... হাদীস।

১০. ইমাম নাসায়ী ৩০৩ হিজরীতে ৮৮ / ৮৯ বছর বয়সে ..... ইন্তেকাল করেন। তাঁকে মক্কায় দাফন করা হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম তিরমিযী (র)-এর পরিচয় ও প্রাথমিক জীবনী লিখুন।

২. ইমাম তিরমিযীর শিক্ষা জীবন ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

৩. ইমাম নাসায়ী (র) কে ছিলেন? তাঁর প্রাথমিক ও শিক্ষা জীবন লিখুন।

৪. ইমাম নাসায়ী (র)-এর হাদীস শাস্ত্রে অবদান মূল্যায়ন করুন।

ইমাম আবু দাউদ (র) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- ইমাম আবু দাউদের জীবনী ও তাঁর অবদান বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইমাম ইবনে মাজাহ'র জীবনী ও তাঁর অবদান জানতে ও বর্ণনা করতে পারবেন।

১০.১ ইমাম আবু দাউদ (র)

নাম-সুলায়মান, উপাধি-আবূ দাউদ, পুরো নাম- সুলায়মান ইবনে আশআছ সিজিস্তানী। তাঁর জন্মভূমি-কান্দাহারের নিকটবর্তী সিজিস্তান। তিনি ২০২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা ও হাদীস অনুসন্ধানার্থে ইমাম আবু দাউদ (র) বহু শহরে গিয়েছেন। ইরাক, খোরাসান, সিরিয়া, হিজাজ, মিসর ও আরবের অন্যান্য দেশের মুহাদ্দিসগণের নিকট তিনি হাদীস শুনেছেন। তিনি ইমাম বুখারী (র)-এর সমসাময়িক। তাঁর প্রসিদ্ধ উস্তাদ হলেন-আহমাদ ইবনে হাম্বল (র), ইবনে মুঈন (র), উসমান ইবনে আবূ শাইবা (র), কুতাইবা (র), কানাবী (র) ও তায়ালুসী (র) প্রমুখ। ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর উস্তাদগণের থেকে পাঁচ লাখ হাদীস লিখেন। তিরমিযী (র), নাসায়ী (র) ও আহ্মাদ ইবনে খিলাল (র) তাঁর থেকে হাদীস শুনেছেন। তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ লু'লুভী ইবনুল আরাবী এবং ইবনে ওয়াসা (র) প্রমুখ তাঁর মশহুর শিষ্য।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ছিলেন উচুস্তরের হাদীসের হাফিয। ইবাদাত, আত্মশুদ্ধি ও ফাত্ওয়ার অলংকার দ্বারা তাঁর জীবন ছিল সুসজ্জিত। বহুবার বাগদাদ এসেছিলেন। বসরায় তিনি স্থায়িভাবে বসবাস করতেন। ১৫ শাওয়াল ২৭৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব হলো সুনান এবং মারাসীল।

১০.২ ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর জীবনী ও অবদান

নাম-মুহাম্মাদ, উপনাম-আবূ আব্দুল্লাহ, পুরো নাম- মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ আল-কাযভীনী। দাইলাম এলাকার কাযভীন তাঁর বাসভূমি। তাঁর জন্ম ২০৯ হিজরীতে। হাদীস সন্ধানের অদম্য আগ্রহে তিনি ইরাক, বসরা, কুফা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর ও হিজাক যান এবং অসংখ্য হাদীস লিখেন। তিনি হাদীসের ইমাম এবং বিখ্যাত হাফিয ছিলেন। জাব্বরাহ ইবনুল মুগাল্লিস (র) প্রমুখ থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আবুল হাসান কাত্তান (র) ও ঈসা ইবনে আবহার (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ।

২৭৩ হিজরীর ২২ রমযান তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লেখা হলো সুনান, যা সিহাহ সিত্তাহর অন্তর্ভুক্ত। এ কিতাবটির ব্যাপক চর্চা হচ্ছে। এ কিতাবটি বিশ্বের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমানভাবে সমাদৃতও হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.১০

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ইমাম আবু দাউদের পুরো নাম ..... ।

২. তাঁর জন্মস্থান কান্দাহারের নিকটবর্তী ..... ।

৩. ইমাম আবু দাউদ (র) ইমাম ..... এর সমসাময়িক।

৪. ইমাম আবু দাউদ (র) ছিলেন উঁচুস্তরের ..... ।

৫. ইমাম ইবনে মাজাহ-এর পুরো নাম ..... ।

৬. দাইলাম এলাকার কাযভীন তাঁর বাসভূমি। তাঁর জন্ম ..... হিজরীতে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম আবু দাউদের (র) জীবনও কর্ম সম্পর্কে লিখুন।

২. ইমাম ইবনে মাজাহ (র) কে ছিলেন তাঁর সম্বন্ধে একটি টীকা লিখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ৫

বিশদ উত্তর মূলক প্রশ্ন

১. হাদীস-এর পরিচয়, আলোচ্য বিষয় এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য লিখুন।

২. হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

৩. হাদীস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ও সংকলনের পটভূমি বিশ্লেষণ করুন।

৪. হাদীস সংরক্ষণের ইতিহাস ও পদ্ধতি লিখুন।

৫. কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

৬. সংজ্ঞা ও সনদ হিসেবে হাদীসের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করে ঐ গুলোর পরিচয় দিন।

৭. বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হিসেবে হাদীসের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

৮. হাদীসে আহাদ কি? হাদীসে আহাদের প্রকারভেদ লিখুন।

৯. রাবীর বিশুদ্ধতার বিচারে হাদীসের শ্রেণীবিভাগ লিখুন।

১০. ইমাম বুখারীর (র) জীবনী ও তাঁর অবদান বিশ্লেষণ করুন।

১১. ইমাম মুসলিমের জীবনী ও তাঁর অবদান উল্লেখ করুন।

১২. ইমাম তিরমিযী (র) ও ইমাম নাসায়ীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁদের অবদান মূল্যায়ন করুন।

১৩. ইমাম আবু দাউদ (র) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য রচনা করুন।